আশ্রয়ের স্থান?

নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী এবং শরণার্থীগণ

চাহিদার মূল্যায়ন করেছেন:- ড: রবি ম্যাক্‌ভে কর্তৃক
পরিচালনায়:- রেফিুজি অ্যাকশান গ্রুপ

আশ্রয়ের স্থান? (A Place of Refuge?) শিরোনামের রিপোর্ট বা প্রতিবেদনটিতে যেসব সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে নিচে তার কিছু কিছু সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী এবং শরণার্থীদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি নীতিগতভাবে কতটা কার্যকর সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই ঐ রিপোর্টটি তৈরী করা হয়। রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী এবং শরণার্থীদের বর্তমান চাহিদাসমূহ, তাদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলোর উন্নয়ন, এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে একটি প্রকৃত আশ্রয়-স্থান হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে রিপোর্টটিতে অনেকগুলো সুপারিশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। *আশ্রয়ের স্থান?* শিরোনামের এই রিপোর্টটি তৈরী করার যাবতীয় খরচ নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ইকুয়ালিটি কমিশন কর্তৃক বহন করা হয়।

অনেকগুলো বে-সরকারী সংগঠন (নন-গভার্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন), কিছু রেফুজি (শরণার্থী) এবং অন্য কিছু ব্যক্তিদের একটি গ্রুপের দ্বারা ২০০১ সালে **রেফুজি অ্যাকশান গ্রুপ** গঠন করা হয়। এই গ্রুপে উপরে বর্ণিত এন.জি.ও.গুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। চাহিদা মূল্যায়ন করার কাজ ছাড়াও, গ্রুপটি অদ্যবদি আরো অনেক কাজ করেছে যেমন, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী এবং মাগাবেরি জেলখানায় অভিবাসন সংক্রান্ত কারণে বন্দী থাকা অন্য লোকজনের সাথে সাপ্তাহিক সাক্ষাৎ ও তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, প্রচারের কাজ করা যেমন 'বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়া (Forced to Flee)' নামের একটি তথ্যবহুল প্রচারপত্র প্রকাশ করা যাতে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের রেফুজি এবং রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের ব্যাপারে সচারচর যেসব প্রশ্ন করা হয় তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

কাজের ধারা:

গবেষক বিভিন্ন জাতিগত পরিচয়ের মোট ৯২ জন রেফুজি এবং রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং রেফুজি ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের সাথে কাজ করে এমন আরো অনেক সংগঠনের সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছিলো।

নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের রেফুজি বা শরণার্থীদের ইতিহাস:

আয়ারল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে সাধারণ মানুষের যে ব্যাপক আগমন বা বহির্গমন ঘটেছে তার কারণ হলো - অন্য দেশ থেকে লোকজন এই অঞ্চলে এসেছেন অথবা এই অঞ্চল থেকে লোকজন অন্যদেশে চলে গেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় - ১৯ শতকে বহুলোকের একত্রে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া যারা ১৯৬০ এর দশকের প্রথম দিকে অথবা ৭০ এর দশকের শেষ দিকের সংগবদ্ধ আক্রমণের কারণে ঘর-বাড়ী ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। তথাপি, সময়ে সময়ে বাইরের দেশ থেকেও বিভিন্ন গোষ্ঠী অথবা জাতি পরিচয়ের লোকজন এই অঞ্চলে এসেছেন যাদেরকে বর্তমানের সংজ্ঞা অনুযায়ী রেফুজি বা শরণার্থী বলা যেতে পারে। এদের মধ্যে রয়েছে, ফ্রান্স থেকে আসা প্রটেস্টেন্ট হুগুয়েনট লোকজন (যারা এখন আইরিশ লিনেন শিল্পের মেরুদন্ড) এবং, ১৯ ও ২০ শতকে ইহুদীদের উপর ইউরোপজুড়ে ও নাজিদের দ্বারা সংগঠিত নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণে আসা ইহুদীগণ। ১৯৭০ এর দশকে ভিয়েতনাম থেকে নৌকায় করে বহু লোক আসেন। ঐ সময় থেকে, বিশ্বের সব জায়গা থেকে অল্প অল্প করে আরো অনেক ভিন্ন জাতি-পরিচয়ের লোকজন এসে এখানকার শরণার্থী এবং রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা অথবা তাদের জাতিগত উৎপত্তির সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। আমাদের সবচেয়ে সঠিক অনুমান হচ্ছে এই যে, ২০০১ সালে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে প্রায় ২০০০ রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ও রেফুজি ছিলেন।

নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ও রেফুজিদের অভিজ্ঞতাসমূহ:

বেশীর ভাগ আশ্রয়প্রার্থী ও রেফুজি জোর দিয়ে বলেছেন যে, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের সাধারণ মানুষকে তাদের কাছে অনেক বন্ধুসুলভ এবং সহায়তা পরায়ন বলে মনে হয়েছে। তারা যদি এখানে কোন সমস্যা ভোগ করে থাকেন, তাহলে সেটা কোন ব্যক্তির কারণে নয় বরং সেটা এখানকার সরকারী নিয়ম-কানুনের জন্য।

যাহোক, যেসব রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী তাদের নাগরিকত্বের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন, তারা তাদের দরখাস্তের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হয় না হয় এই অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন - বিশেষ করে দরখাস্তের ব্যাপারে কবে নাগাদ সিদ্ধান্ত হবে তা যখন জানা না থাকে তখন সেটা জীবন ধারার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে থাকে। এটাকে অনেকেই মর্যাদাহানিকর বলে মনে করেন, নিজেকে হতাশ এবং পর পর ভাবেন। সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে নতুন করে জীবন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক লোকের কাছেই কঠিন বলে মনে হয়।

যেসব রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী আটক অবস্থায় আছেন তাদের ক্ষেত্রে, নাগকিত্বের মর্যাদার বিষয়টি সমস্যা-বিজড়িত। এসব লোকের অনেকেই নিজের সম্পর্কে উদাসীন, তাদের কোন অভিযোগ নেই, তবে তাদের অবস্থা মেনে নেওয়া যায় না। এরপরও, যারা সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন তাদের অনেকেরই কোন পরিচয় পত্র নেই - অথচ এটা হচ্ছে দৈনন্দিন কাজকর্ম করার একটি পূর্ব-শর্ত, যেমন চাকরী খোঁজা বা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা। নাগকিত্বের মর্যাদার সুরাহা না হওয়ার কারণে দৈনন্দিন জীবনে অনেক লোকই রেফুজি এবং আশ্রয়প্রার্থীদের ছোট করে দেখেন। লোকজন যতদিন পর্যন্ত আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে অনিশ্চিৎ জীবন কাটাবেন ততদিন পর্যন্ত তাদের পক্ষে নতুন করে জীবন গড়ে তোলার কাজ শুরু করা সম্ভব নয়।

চিকিৎসা-সেবার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ইন্টারপ্রিটিং এবং ট্রানস্লেশনের সুবিধা না থাকার কারণে সেখানে সমস্যা আরো বেশী। ভিন্ন জাতিগত উৎপত্তি এবং জাতীয়তার লোকজনের প্রতি শুধু অসহানুভূতিশীল আচরণের কারণেও কিছু কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

রেফুজিগণ একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছেন যাদেরকে সহজেই অন্যদের থেকে আলাদা করা যায় এবং তারা এখানকার সোশ্যাল সিকিউরিটি ব্যবস্থা অথবা হোম অফিসের সহায়তামূলক ব্যবস্থাদির (NASS) জটিলতার সাথে অভ্যস্থ নন। তাছাড়া, নাস সিস্টেমকে যত সহানুভূতিশীল বা নিষ্ঠার সাথে প্রয়োগ করা হোক না কেন, এই সিস্টেমটি নিজেই রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীগণকে সমাজের অন্যদের তুলনায় কম সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত বা কম মূল্যবান একটি গোষ্ঠীতে পরিণত করেছে বলে সিস্টেমটিকেও দোষ দেওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নাস-এর সহায়তা ইনকাম সাপোর্টের ৭০%-এ ধার্য করা হয়েছে যা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়, আর এ থেকে বোঝা যায়, সরকারের চোখেও আশ্রয়প্রার্থীদের জীবনের মূল্য কম।

উপসংহার:

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রচলিত নিয়ম-কানুনগুলো পরিবর্তন করার ব্যাপারে এই রিপোর্টে অনেকগুলো সুপারিশ করা হয়েছে। এতে লন্ডনস্ত ব্রিটিশ সরকারের আশ্রয়প্রার্থী সংক্রান্ত নীতি এবং স্থানীয় নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড বিষয়ক নীতি সম্পর্কেও বলা হয়েছে। ঐ রিপোর্টে ট্রানস্লেশন এবং ইন্টারপ্রিটিংয়ের বিষয় এবং আইনগত সহায়তা সহ আরো সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজনীয়তার কথাও জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

মাল্টি-কালচারাল রিসোর্স সেন্টার (Multi-Cultural Resource Centre) থেকে পূর্ণ রিপোর্টের কপি পাওয়া যায়। ঠিকানা: 7 Lower Crescent Belfast BT7 1NR অথবা www.mcrc.co.uk